HPG নির্বাহী সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি

'আমরা কখনোই প্রথমে কথা বলি না'

অলিভার লফ, আলেক্সান্দ্রা স্পেন্সার, ড্যানিয়েল কোয়েল, মোহাম্মদ আবদুল্লাহ জয়নুল এবং হুতিকা বড়ুয়া

অক্টোবর ২০২১

HPG Humanitarian Policy Group

ODI

পাঠকদের তাদের নিজস্ব প্রকাশনার জন্য উপাদান পুনরুৎপাদন করতে উৎসাহিত করা হয়, যতক্ষণ না এগুলো বাণিজ্যিকভাবে বিক্রি হচ্ছে। ওডিআই যথাযথ স্বীকৃতি এবং প্রকাশনার একটি অনুলিপির জন্য অনুরোধ জানায়। অনলাইন ব্যবহারের জন্য, আমরা পাঠকদের ওডিআই ওয়েবসাইটে আসল সংস্থানের সাথে সংযুক্ত হতে বলি। এই গবেষণাপত্রে উপস্থাপিত মতামতগুলো একান্তই লেখকের(দের), এবং এগুলো ওডিআই বা আমাদের অংশীদারদের মতামতের প্রতিনিধিত্ব করে না।

এই কাজের লাইসেন্স CC BY-NC-ND 4.0 এর অধীনে।

কীভাবে উদ্ধৃতি দিতে হবে : Lough, O., Spencer, A., Coyle, D., Jainul, M.A. and Barua, H. (2021) বাংলাদেশের কক্সবাজারে রোহিঙ্গা শরণার্থী প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ ও অন্তর্ভুক্তি : 'আমরা কখনোই প্রথমে কথা বলি না'। এইচপিজি ওয়ার্কিং পেপার। লন্ডন : ODI (https://odi.org/en/publications/participation-and-inclusion-in-the-rohingya-refugee-response-in-coxs-bazar-bangladesh-we-never-speak-first)।

এই পিডিএফ-টি সহজলভ্যতার উত্তম অনুশীলন অনুযায়ী প্রস্তুত করা হয়েছে।

স্বীকৃতি

লেখকগণ IOM-কক্সবাজারের কমিউনিটি ফিল্ড স্বেচ্ছাসেবকদের সাথে রোহিঙ্গা যোগাযোগের দলকে ধন্যবাদ জানাতে চান – আব্দু রহমান, আয়াসুল হক, বদর আলম, হাসিম উল্লাহ/অং মিন্ট, খিন মাউং হথওয়ে, মোহাম্মদ তাহের, মোহাম্মদ আনসার, মোহাম্মদ বিলাল, নূর মোহাম্মদ এসএফ এবং জাহিদ উল্লাহ – যাঁরা এই গবেষণার নকশা ও বিশ্লেষণে যথেষ্ট অবদান রেখেছেন এবং পাশাপাশি রোহিঙ্গা সম্প্রদায়ের সাথে তথ্য সংগ্রহ করেছেন। ট্রান্সলুকের দল ইংরেজি প্রতিলিপিতে রোহিঙ্গা সাক্ষাৎকারের অনুবাদের গুরুত্বপূর্ণ গুণমান নিয়ন্ত্রণ প্রদান করে। গবেষণা প্রক্রিয়া জুড়ে অভ্যন্তরীণ পর্যালোচনা ও সমর্থনের জন্য আমরা নানেট আন্তেকুইসা, বাহাউদ্দিন বাহার, মারিঅ্যাঞ্জেলা ডি'আদমো, টম পামার, লায়লা সুমাইয়া এবং খসড়া সম্পর্কে সমকক্ষ পর্যালোচনা মন্তব্যের জন্য একজন অতিরিক্ত বেনামী পর্যালোচক, পাশাপাশি ভেরোনিক বারবেলাট, জন ব্রায়ান্ট, সারাহ এনজেরি এবং সোর্চা ও'ক্যালাঘান-কে ধন্যবাদ জানাই। লরা মার্টশিং ও ক্যাট ল্যাংডন অমূল্য প্রকল্প ব্যবস্থাপনা সহায়তা প্রদান করেন এবং কেটি ফরসিথ এবং হানাহ বাস সম্পাদনা, নকশা এবং উৎপাদনের নেতৃত্ব দেন। পরিশেষে এবং সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ, আমরা রোহিঙ্গা শরণার্থী এবং মানবতাবাদী সাহায্যকারী সংস্থাগুলোর কাছে কৃতজ্ঞ, যারা এই গবেষণায় অংশ নেওয়ার জন্য তাদের মূল্যবান সময় এবং দক্ষতা দিয়েছেন।

লেখকদের সম্পর্কে

অলিভার লফ ODI-এ হিউম্যানিটারিয়ান পলিসি গ্রুপের (HPG) একজন রিসার্চ ফেলো।

আলেকজান্দ্রা স্পেন্সার HPG-এর একজন গবেষণা কর্মকর্তা।

ড্যানিয়েল কোয়েল কক্সবাজারে IOM-এর কমিউনিকেশন উইদ কমিউনিটিজ (CwC) কার্যক্রমের সমন্বয়কারী।

মোহাম্মদ আবদুল্লাহ জয়নুল কক্সবাজারে IOM-এর সিডব্লিউসি (CwC) ফিল্ড সহকারী।

হৃতিকা বড়ুয়া একজন স্বাধীন পরামর্শক।

নির্বাহী সারসংক্ষেপ

২০১৭ সালের আগস্ট থেকে সেপ্টেম্বরের মধ্যে মিয়ানমারের উত্তর রাখাইন প্রদেশ থেকে ৭০০,০০০ এরও বেশি রোহিঙ্গা শরণার্থী তাদের বাড়ি ঘর ছেড়ে পালিয়ে যায় এবং বাংলাদেশের কক্সবাজারে এসে বসতি স্থাপন করে যা দ্রুতই বিশ্বের বৃহত্তম এবং সর্বাধিক ঘনবসতিপূর্ণ শরণার্থী শিবিরে পরিণত হয়। মিয়ানমারের সশস্ত্র বাহিনীর ব্যাপক ও সংঘটিত সহিংস অভিযান থেকে পালিয়ে তারা ১৯৭৮, ১৯৯১ এবং ২০১৬ সালে বাংলাদেশে থাকা রোহিঙ্গাদের বিদ্যমান জনগোষ্ঠীর সাথে যোগ দেয়, যারা একই ধরণের সামরিক "পরিষ্করণ" অভিযানের শিকার। এটি সবচেয়ে সাম্প্রতিক এবং এখনও পর্যন্ত বাস্তুচ্যুতির বৃহত্তম ঢেউ যা এখন পঞ্চম বছরে প্রবেশ করছে। ব্যাপক জনপ্রতিরোধের মধ্যে চলমান সামরিক অভ্যুত্থানে মিয়ানমার বিপর্যস্ত হয়ে পড়েছে, নিকট ভবিষ্যতে শরণার্থীদের নিরাপদ প্রত্যাবর্তনের সম্ভাবনা অননুমেয় থেকে যাচ্ছে।

এই গবেষণায় কক্সবাজারে মানবিক প্রতিক্রিয়ায় অংশগ্রহণ এবং অন্তর্ভুক্তি সম্পর্কিত বিষয়গুলো অন্বেষণ করা হয়েছে (বক্স ১ দেখুন)। এটি অনুসন্ধান করে যে রোহিঙ্গা শরণার্থীরা তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্তগুলোতে জড়িত কি না এবং কীভাবে জড়িত, যে প্রক্রিয়ার মাধ্যমে এটি ঘটে, এবং এই গতিশীলতা ও আরও অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রতিক্রিয়ার মধ্যে যোগসূত্র। এটি হিউম্যানিটারিয়ান পলিসি গ্রুপ (HPG) কর্তৃক ODI মানবিক কর্মকাণ্ডে অন্তর্ভুক্তি এবং বর্জন পরীক্ষা করে একটি বৃহত্তর প্রকল্পের অংশ গঠন করে।

কক্সবাজারের প্রেক্ষাপটটি একটি গভীরভাবে চ্যালেঞ্জিং বিষয় যেখানে সম্প্রদায়গুলোকে এমন সিদ্ধান্তগুলোতে জড়িত করে যা অর্থপূর্ণভাবে এবং অন্তর্ভুক্তিমূলকভাবে তাদের জীবন প্রভাবিত করে। কয়েক দশক ধরে মিয়ানমারের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবন থেকে রোহিঙ্গাদের পরিকল্পিতভাবে বাদ দেওয়া হয়েছে। এই প্রান্তিককরণ বাংলাদেশে তাদের বাস্তুচ্যুতির অভিজ্ঞতাতেও প্রতিফলিত হয়েছে, যেখানে শরণার্থী হিসাবে মৌলিক অধিকার প্রয়োগের ক্ষমতার মধ্যে রোহিঙ্গারা মারাত্মকভাবে সীমাবদ্ধ রয়েছে। এই অভিজ্ঞতাগুলো সীমাবদ্ধ লিঙ্গ নীতি, ভাষার বাধা এবং বাস্তুচ্যুতির অভিজ্ঞতার সাথে মিলিত হয়েছে যা বিস্তৃত অংশগ্রহণের জন্য উল্লেখযোগ্য বাস্তবিক চ্যালেঞ্জ তৈরি করেছে। সংকটের তীব্র মাত্রা এবং এটি পূরণের জন্য উপলভ্য বিস্তৃত সংস্থানের কারণে এটি আরও বেড়ে গেছে। এই বিষয়গুলো বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক গৃহীত পদক্ষেপের কারণে যথেষ্ট পরিমাণে জটিল হয়ে উঠেছে, যা দ্রুত প্রত্যাবর্তনের লক্ষ্যে শরণার্থী সমস্যা সামাল দেওয়ার ক্ষেত্রগুলোকে অনেক বেশি সীমাবদ্ধ করে ফেলেছে এবং আরও বেশি সংকুচিত করে তুলছে।

বক্স 1 অংশগ্রহণ এবং অন্তর্ভুক্তি : এগুলো কী এবং এদের সম্পর্ক কী?

এখানে অন্তর্ভুক্তিকে নিরপেক্ষ, ন্যায়সঙ্গত সহায়তা নিশ্চিত করার প্রক্রিয়া হিসাবে বোঝানো হয় যা মানুষ অনুভব করতে পারে এমন প্রান্তিককরণের নির্দিষ্ট চাহিদা এবং নিদর্শনগুলো বিবেচনা করে। এর মধ্যে প্রয়োজন পূরণ করা হচ্ছে কি না তার বাইরে ফোকাসের পরিবর্তন জড়িত, প্রান্তিককরণের নিদর্শনগুলোর একটি বিস্তৃত বিশ্লেষণে তারা কীভাবে প্রথমবার উত্থাপিত হয় তা প্রভাবিত করে। মানুষের বৈচিত্র্যময় চাহিদা এবং অগ্রাধিকারের প্রতি মানবিক পদক্ষেপকে আরও প্রতিক্রিয়াশীল করার জন্য অংশগ্রহণকে ব্যাপকভাবে একটি গুরুত্বপূর্ণ উপায় হিসাবে দেখা হয়। তবে, যখন অন্তর্ভুক্তির একটি ভিত্তিগত উপাদান হিসাবে দেখা হয়, এটি প্রান্তিক সম্প্রদায়গুলোর সংগঠিত করার, সংহতি গড়ে তোলার, তাদের অধিকার দাবি করার এবং সংকট প্রতিক্রিয়ায় সমান অংশীদার হিসাবে জড়িত হওয়ার একটি উপায় সরবরাহ করে একটি বৃহত্তর তাৎপর্য অর্জন করে।

তা সত্ত্বেও, মানবিক প্রতিক্রিয়ার বেশ কয়েকটি বৈশিষ্ট্যও এই সমস্যাগুলো সমাধানের সুযোগ সীমিত করেছে। রাজনৈতিক চ্যালেঞ্জগুলোর সাথে প্রযুক্তিগত সাহায্যকারী সংস্থা দ্বারা সমাধান করা যেতে পারে এরকম উচ্চ মাত্রার প্রত্যাশা এবং অংশগ্রহণের ওপর সামগ্রিক নেতৃত্ব স্পষ্ট কৌশল ও উদ্দেশ্যের অভাবের সাথে সাথে সাধারণত দুর্বল হিসাবে বিবেচিত হয়। অনমনীয় প্রকল্প চক্র এবং সংক্ষিপ্ত সময়সীমার মতো পরিচালনার মানবিক পদ্ধতিগুলো ও সম্প্রদায়ের সাথে গভীর এবং আরও টেকসই যোগাযোগের সুযোগ সীমিত করে। প্রজুক্তিগত, ঝুঁকি-বিমুখ এবং কিছু ক্ষেত্রে রোহিঙ্গাদের প্রতি নগ্ন পিতৃতান্ত্রিক মনোভাব এবং কর্মসূচীর বৃহত্তর মালিকানার জন্য তাদের সম্ভাবনার কারণে এটি আরো তীব্র হয়েছে। বিশেষ করে সম্মুখসারির কর্মীদের মধ্যে শরণার্থীদের নিয়ে একটি গভীর 'অন্যমনস্কতা' রয়েছে, যা মানবিক সিদ্ধান্ত গ্রহণের জায়গা থেকে তাদের প্রায় সম্পূর্ণ অনুপস্থিতির সাথে যুক্ত।

একটি সংকটের প্রেক্ষাপটে যা একটি সমগ্র জনগোষ্ঠীকে মানবাধিকারের নিয়মতান্ত্রিক অস্বীকার এবং এর গভীরভাবে ক্ষমতাহীন পরিণতি দ্বারা প্রতিষ্ঠিত, অধিকার এবং ক্ষমতায়নের ভাষাও অংশগ্রহণের উপর মানবিক বক্তৃতায় অদ্ভুতভাবে অনুপস্থিত। এর পরিবর্তে, মূলত কর্মসূচির কার্যকারিতা এবং দক্ষতা উন্নত করার ক্ষেত্রে অংশগ্রহণ দেখা যায়।

সামগ্রিকভাবে, এখানে এই ধারণাকে সমর্থন করার মতো খুব কমই আছে যে দীর্ঘস্থায়ী বাস্তচ্যুতি সময়ের সাথে সাথে অংশগ্রহণকে আরও গভীর করার জন্য জায়গা তৈরি করছে। যদিও সম্প্রদায়ের সাথে যোগাযোগে ভারী বিনিয়োগ আরও ভালো ব্যস্ততার ভিত্তিকে শক্তিশালী করেছে, অনেক সাহায্যকারী সংস্থা এখনও অংশগ্রহণের মৌলিক বিষয়গুলো সঠিকভাবে পেতে লড়াই করেন, এমনকি শরণার্থী প্রতিক্রিয়াটি পঞ্চম বছরে প্রবেশ করার পরেও। এই গবেষণা থেকে সাক্ষাৎকার নেওয়া শরণার্থীরা তাদের জীবনকে প্রভাবিত করে এমন সিদ্ধান্তগুলো থেকে বিচ্ছিন্ন হওয়ার জন্য ব্যাপক হতাশা প্রকাশ করেছেন। এছাড়াও তারা বারবার মানবিক কার্যক্রমের পরিধি ও ফোকাস সম্পর্কে তাদের উপলব্ধি এবং তাদের নিজস্ব অগ্রাধিকার ও বাস্তব অভিজ্ঞতার মধ্যে ভুল প্রান্তিককরণ তুলে ধরছিলেন। মতামত জানানোর ফাঁকফোকরগুলো সঠিকভাবে বন্ধ করা হচ্ছে না, অভিযোগ ও মতামত প্রক্রিয়াগুলো অনেক শরণার্থীর জন্য একটি অকার্যকর ও বিচ্ছিন্ন অভিজ্ঞতা এবং কৌশলগত বা প্রায়োগিক বিষয়সূচি নির্ধারণে রোহিঙ্গা কণ্ঠস্বরকে অর্থবহ বক্তব্য থেকে বাদ দেওয়া হয়েছে। খাত-কেন্দ্রিক শরণার্থী কমিটির ক্রমবর্ধমান ব্যবহার একটি আশাব্যঞ্জক পদক্ষেপ, কিন্তু তাদের ভূমিকা প্রায়শই জবাবদিহিতার পরিবর্তে কর্মসূচি সমর্থনের মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকে। স্বনির্ভর গোষ্ঠী এবং দুর্বল গোষ্ঠীর অধিকতর অধিকারভিত্তিক সমাবেশকে সমর্থন করার অন্যান্য প্রচেষ্টা যা তাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলো চিহ্নিত করে এবং সমাধান করতে পারে যা একটি আশাব্যঞ্জক মডেল প্রদান করে, কিন্তু সেগুলো তাদের কুঁড়িতেই থেকে যায়। এদিকে, শরণার্থী সুশীল সমাজ – স্ব-সংগঠিত স্থানীয় কমিটি থেকে শুরু করে শরণার্থী নেতৃত্বাধীন সংগঠনগুলো – মানবিক প্রতিক্রিয়ার সাথে জড়িত হওয়ার জন্য প্রবেশপথ খুঁজে পেতে লড়াই করে।

কক্সবাজার প্রতিক্রিয়ায় সাহায্যকারী সংস্থাগুলোর জন্য সুপারিশসমূহ

নেতৃত্বের প্রতি প্রতিক্রিয়া জানানো

- সিডব্লিউসি ওয়ার্কিং গ্রুপের ২০১৯ সালের এএপি ইশতেহারের ওপর নির্মিত এবং সরাসরি শরণার্থী সম্পৃক্ততা এবং পর্যালোচনার মাধ্যমে প্রাসঙ্গিক জনসংখ্যার জবাবদিহিতার (AAP) জন্য একটি প্রতিক্রিয়া-বিস্তৃত কৌশলের আদেশ এবং প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।
- যৌথ প্রতিক্রিয়া পরিকল্পনা (JRP) উন্নয়ন বা বিশিষ্ট ব্যক্তিদের পরিদর্শনের মতো ঘটনা এবং প্রক্রিয়াগুলোতে সরাসরি জড়িত থাকা নিশ্চিত করে শরণার্থী অংশগ্রহণের প্রতি দৃশ্যমান প্রতিশ্রুতি প্রদর্শন করুন। প্রক্রিয়াগুলোর সাথে জড়িত থাকার জন্য এটি পরিষ্কার লাল রেখার সাথে মিলিত করুন – বিশেষত স্থানান্তর এবং প্রত্যাবর্তনের সময় – যেখানে যথাযথভাবে শরণার্থীদের নেওয়া হয় না।

- নিশ্চিত করুন যে শরণার্থী অংশগ্রহণের জন্য রাজনৈতিক স্থান সংরক্ষণ জাতীয় এবং স্থানীয় পর্যায়ে সরকারের সাথে এডভোকেসি কর্মসূচীর কেন্দ্রবিন্দুতে থাকবে।

দাতাদের প্রতি

- শরণার্থী সম্প্রদায় ও গোষ্ঠীগুলোর সাথে সম্পর্ক গভীর করার উপায় হিসাবে কয়েক বছরের নমনীয় তহবিলকে অগ্রাধিকার দিন এবং শিক্ষা ও সহ-সৃষ্টির জন্য প্রয়োজনীয় সময় এবং স্থান সরবরাহ করুন। জাতিসংঘের সংস্থাসমূহ ও তাদের বাস্তবায়নকারী অংশীদারদের সাথে কাজ করে জাতিসংঘের মাধ্যমে প্রদত্ত উপ-অনুদান একইভাবে জারি নিশ্চিত করা।
- নারী ও মেয়েদের অংশগ্রহণ জোরদার করার লক্ষ্যে কার্যক্রমের জন্য তহবিল সম্প্রসারণ, প্রতিবন্ধী ব্যক্তি, বিভিন্ন যৌন অভিমুখিতা, লিঙ্গ পরিচয় এবং অভিব্যক্তি ও যৌন বৈশিষ্ট্য এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠী, অংশীদারদের সাথে কাজ করে প্রতিক্রিয়া জুড়ে অনুরূপ সুযোগ উপলভ্য নিশ্চিত করার জন্য এবং শুধুমাত্র নির্দিষ্ট সংস্থার কাজের আওতাধীন এলাকার মধ্যে নয়।
- অংশগ্রহণের অংশগ্রহণমূলক দিকগুলোর জন্য সহায়তার দিকে উন্নয়নের সংস্থানগুলো চ্যানেল উন্নত করুন – যেমন নেতৃত্ব বিকাশ, সংহতি গড়ে তোলা বা সুশীল সমাজকে শক্তিশালী করা – যা মানবিক আদেশ বা সময়সীমার মধ্যে নাও বসতে পারে। এর মধ্যে অংশীদার ও শরণার্থীদের সাথে সৃজনশীলভাবে কাজ করা জড়িত থাকতে পারে এমন পদ্ধতিগুলো শনাক্ত করতে যা 'রাডারের অধীনে থাকার' সময় ক্ষমতায়নের উদ্দেশ্যগুলোতে অবদান রাখতে পারে বা রাজনৈতিক সংবেদনশীলতার ক্ষেত্রে বিদ্যমান প্রাতিষ্ঠানিক নিয়মগুলোর সাথে কাজ করতে পারে।
- দাতা গোষ্ঠীর মধ্যে সাধারণ AAP উদ্দেশ্যগুলো বিকাশ করুন ও সম্মত হন এবং সরকার, প্রতিক্রিয়া নেতৃত্ব এবং অংশীদারদের সাথে অ্যাডভোকেসিতে জড়িত থাকার সময় এগুলো উদ্দেশ্যসাধনের উপায় হিসাবে ব্যবহার করুন।

সেক্টর নেতৃত্বের প্রতি

- অংশগ্রহণ জোরদার করার ক্ষেত্রে সেক্টরাল কমিটিগুলোর ভূমিকা পর্যালোচনা এবং স্পষ্ট করুন। শুধুমাত্র কার্যক্রম সমর্থনের পরিবর্তে জবাবদিহিতা এবং ন্যূনতম মানগুলোকে ঘিরে কমিটিগুলোকে পুনরায় একসাথে করার জন্য কমিউনিটি স্কোর কার্ডের মতো পদ্ধতি গ্রহণ করুন।
- সমান্তরালভাবে, সেক্টরাল কমিটিগুলোর কৌশল নির্ধারণে আরও সরাসরি জড়িত হওয়ার উপায়গুলো অন্বেষণ করুন, উদাহরণস্বরূপ প্রয়োজন মূল্যায়নে অংশ নেওয়া এবং পর্যালোচনা করে বা নীতি প্রক্রিয়ায় তাদের মতামত কাঠামোবদ্ধ করে।
- কমিটির কাঠামোর মধ্যে মহিলা এবং অন্যান্য প্রান্তিক গোষ্ঠীগুলোর অন্তর্ভুক্তির বর্তমান পদ্ধতির উপর নথি পাঠ এবং যেখানে প্রাসঙ্গিক সেখানে কৌশল পরিবর্তন করুন। এর মধ্যে অন্যান্য অন্তর্ভুক্তি-কেন্দ্রিক স্থান যেমন মহিলা কমিটি এবং বা প্রতিবন্ধী ব্যক্তিদের জন্য স্বনির্ভর গোষ্ঠীর সাথে সংযোগ গড়ে তোলার জন্য কাজ করা জড়িত থাকতে পারে।
- এই খাতের মধ্যে স্থানীয়ভাবে পরিচালিত পদক্ষেপকে শক্তিশালী করার প্রচেষ্টা যাতে সমন্বয় ব্যবস্থার সাথে জড়িত থাকার জন্য প্রাসঙ্গিক বিষয়ে কাজ করা রোহিঙ্গা সুশীল সমাজের সংগঠনগুলোর (CSOs) জন্য জায়গা তৈরি করে তা নিশ্চিত করুন। এর মধ্যে ভিডিও কনফারেন্সিং সফটওয়্যারের মাধ্যমে বা প্রক্সি হিসাবে কাজ করা অংশীদার সংস্থাগুলোর মাধ্যমে সরাসরি অংশগ্রহণ জড়িত থাকতে পারে।

বাস্তবায়নকারী সংস্থাগুলোর প্রতি (জাতিসংঘ, এনজিসমূহ এবং রেড ক্রস মুভমেন্ট)

- জনগোষ্ঠী প্রতিনিধিদের (মাহঝি) প্রাসঙ্গিক প্রশিক্ষণ প্রদান করুন যাতে তাঁরা তাদের বর্তমান মধ্যস্থতাকারী ভূমিকা যেমন ক্যাম্প-স্তরের সমন্বয় ব্যবস্থার কাঠামো এবং কার্যকারিতা বা অন্তর্ভুক্তির মৌলিক নীতিগুলো আরো ভালোভাবে বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হন।
- মাহজিদের বিকল্প হিসাবে বিশ্বস্ত মধ্যস্থতাকারীদের তৈরি বা শক্তিশালী করার জন্য সম্প্রদায়ের সাথে কাজ করুন যারা কার্যকরভাবে তাদের ভূমিকা পালন করে না বা নির্দিষ্ট গোষ্ঠীগুলোকে বাদ দেয় না।
- পরামর্শ প্রক্রিয়ায় সম্প্রদায় গঠিত সাব-ব্লক (সমাজ) কমিটির সাথে সরাসরি জড়িত থাকুন, বিশেষ করে নির্দিষ্ট ব্লক বা উপ-ব্লকগুলোতে মনোনিবেশ করা ক্রিয়াকলাপ সম্পর্কিত। এটি করা সম্প্রদায়ের সম্মিলিত চাহিদাগুলো সঠিকভাবে বোঝা নিশ্চিত করার একটি উপায় সরবরাহ করে যে প্রতিক্রিয়া জানানোর ফাঁকফোকরগুলো বারবার প্রভাবশালী ব্যক্তিদের একটি বৃহত্তর দলের সাথে জড়িত হয়ে আরো কার্যকরভাবে বন্ধ করা যেতে পারে এবং শোমাজ কমিটিগুলো সম্প্রদায় সংহতিকে সমর্থন করার ক্ষেত্রে এবং মাহজির ক্ষমতার উপর নজর রাখার ক্ষেত্রে তাদের ভূমিকাকে শক্তিশালী এবং বৈধতা দেয়। এই জাতীয় প্রক্রিয়াগুলো থেকে কারা বাদ পড়েছে যেমন নারী ও মেয়েরা, এবং অংশগ্রহণের জন্য বিকল্প পথ তৈরি করা নিশ্চিত করার বিশ্লেষণের মাধ্যমে এই জাতীয় কোনও সংযুক্তি বাদ দেওয়া হলে তা অবহিত করা উচিত।
- বিতরণের বাইরে কার্যক্রম চক্রের অন্যান্য দিকগুলোতে স্বেচ্ছাসেবকদের অন্তর্ভুক্ত করার কাজ করুন যেমন প্রকল্প পরিকল্পনা বা পর্যালোচনা প্রক্রিয়া এবং তাদের বাংলাদেশী এবং আন্তর্জাতিক সহকর্মীদের সাথে নিয়মিত সরাসরি যোগাযোগের মধ্যে নিয়ে আসা।
- সম্মুখসারির ও প্রযুক্তিগত উভয় কর্মীদের মধ্যে রোহিঙ্গাদের সাথে সম্পর্কিত কুসংস্কার এবং অনুমানগুলো বোঝা ও মোকাবেলা করার জন্য কাজ করুন এবং অংশগ্রহণের জন্য অধিকার-ভিত্তিক দৃষ্টিভঙ্গি নিশ্চিত করা নিয়মিত সংবেদনশীলতা এবং বৃহত্তর সাংগঠনিক সংস্কৃতির অংশ।
- কক্সবাজার প্রসঙ্গে সারভাইভার ও কমিউনিটি-নেতৃত্বাধীন প্রতিক্রিয়া (SCLR) প্রোগ্রামিং মডেল অভিযোজিত করুন ও পরীক্ষা করুন।

হিউম্যানিটারিয়ান পলিসি গ্রুপ (HPG) মানবিক বিষয়ে কাজ করা স্বাধীন গবেষক এবং যোগাযোগ পেশাদারদের বিশ্বের অন্যতম প্রধান দল। এটি উচ্চ মানের বিশ্লেষণ, সংলাপ এবং বিতর্কের সংমিশ্রণের মাধ্যমে মানবিক নীতি এবং অনুশীলনের উন্নতির জন্য নিবেদিত।

Humanitarian Policy Group
ODI
203 Blackfriars Road
London SE1 8NJ
United Kingdom

টেলিফোন : +44 (0) 20 7922 0300
ফ্যাক্স : +44 (0) 20 7922 0399
ইমেইল : hpgadmin@odi.org
ওয়েবসাইট : odi.org/hpg